মোগল আমল

Dr. Siddhartha

Instructor, P2A

দিল্লী সালতানাত (১২০৬ - ১৫২৬)

- দাস বংশ/মামলুক বংশ
- খলজি বংশ
- তুঘলক বংশ
- সৈয়দ বংশ
- লোদী বংশ

তরাইনের যুদ্ধক্ষেত্রে যার জন্ম,

পানিপথের যুদ্ধক্ষেত্রে তার শেষ......

পানিপথ:

যেখানে মোগল

সূর্যোদয়

হয়েছিলো

পানিপথের বিখ্যাত যুদ্ধ

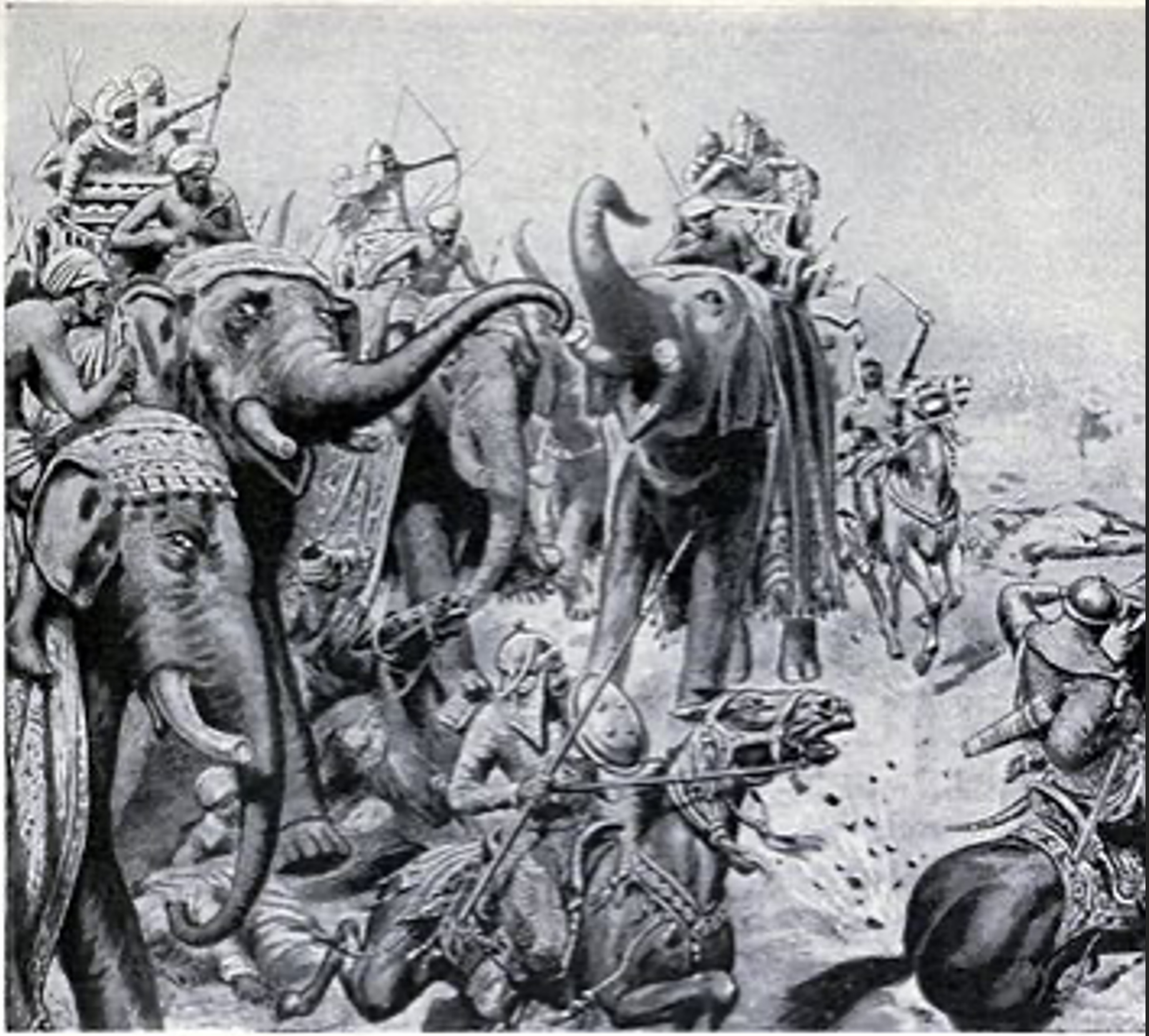

পানিপথের ১ম যুদ্ধ (১৫২৬)

পানিপথের প্রথম যুদ্ধ (১৫২৬)

মোগল সাম্রাজ্যের সূচনা

- **পানিপথের প্রথম যুদ্ধ (১৫২৬)** হয়েছিল মোগল সম্রাট বাবর ও দিল্লির সুলতান ইব্রাহিম লোদীর সঙ্গে। এ যুদ্ধে সম্রাট বাবর জয়লাভ করেন। এই যুদ্ধে বাবর প্রথম ভারতে কামানের ব্যবহার করেন।
- পানিপথের ১ম যুদ্ধ হয়- ২১ এপ্রিল, ১৫২৬ সালে।
- পানিপথের যুদ্ধ হয়েছিল - যমুনা নদীর তীরে।

বাবর vs লোদী

পানিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধ (১৫৫৬)

- পানিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধ (১৫৫৬) হয়েছিল মোগল সম্রাট আকবরের সেনাপতি বৈরামখাঁ-র সঙ্গে আফগান সেনাপতি হেমচন্দ্র বিক্রমাদিত্যর (হিমু) সঙ্গে। এ যুদ্ধে বৈরামখাঁ জয়লাভ করেন।

আকবর / বৈরাম খাঁ vs হিমু

পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধ (১৭৬১)

- পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধ (১৭৬১) হয়েছিল দুররানি সাম্রাজ্য (আফগান সম্রাট আহমদ শাহ আবদালী) ও ভারতের মারাঠা সাম্রাজ্যের মধ্যে। এ যুদ্ধে দুররানি সাম্রাজ্যের জয় হয়।

মোঘল সাম্রাজ্য

- সম্রাট বাবর ১৫২৬ সালে ইব্রাহিম লোদীকে প্রথম পানিপথের যুদ্ধে পরাজিত করে মোঘল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন।

মোঘল সাম্রাজ্য

প্রতিষ্ঠাতা সম্রাট:

বাবর

মোঘল সম্রাটদের বংশতালিকা

- জহির উদ্দিন মুহম্মদ বাবর (১৫২৬-১৫৩০ খ্রি.)
- হুমায়ুন (১৫৩০- ১৫৪০ খ্রি.)
- আকবর (১৫৫৬-১৬০৫ খ্রি.)
- জাহাঙ্গীর (১৬০৫-১৬২৭ খ্রি.)
- শাহজাহান (১৬২৮-১৬৫৮ খ্রি.)
- আওরঙ্গজেব (১৬৫৮-১৭০৭ খ্রি.)
- দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ (১৮৩৭-১৮৫৭ খ্রি.)

(সর্বশেষ মোগল সম্রাট)

বাবার হইল একবার জ্বর সারিল ঔষধে

বাবার- বাবর

হইল- হুমায়ুন

একবার- আকবর

জ্বর- জাহাংগীর

সারিল- শাহজাহান

ঔষধে- আওরংগজেব

বাবর -এর শাসনকাল (১৫২৬ - ১৫৩০)

- জন্ম: উজবেকিস্তানের ফারগানায়
- বাবর ফার্সি শব্দ অর্থ—বাঘ

  (মতান্তরে তুর্কি শব্দ অর্থ— সিংহ)
- দিল্লীতে মোগল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন - জহিরুদ্দীন মুহম্মদ বাবর ।
- তিনিই প্রথম সম্রাট যে নিজ আত্মজীবনী রচনা করেন **তুযুক-ই-বাবর/বাবরনামা (তুর্কী ভাষায়)**।

বাবরের সমাধি– বাগ-ই-বাবর, কাবুল, আফগানিস্তান।

সম্রাট হুমায়ুন

- প্রথম বাংলায় আগমন করতে চাওয়া মোগল সম্রাট।
- বাংলার নামকরণ করেন জান্নাতাবাদ।

সম্রাট হুমায়ুন (ডাকনাম– নাসিরুদ্দিন)

- শের শাহর কাছে ক্ষমতা হারান – ১৫৪০ সালে
- পুনরায় ক্ষমতা গ্রহণ করেন – ১৫৫৫ সালে
- মারা যান - ১৫৫৬ সালে দিল্লীর অদূরে তার নির্মিত 'দীন পানাহ' দুর্গের পাঠাগারের সিঁড়ি থেকে পড়ে।

শূর শাসন (১৫৪০-১৫৫৫)

- প্রতিষ্ঠাতা – শের শাহ
- সম্রাট হুমায়ুনকে চৌসার ও কনৌজের যুদ্ধে পরাজিত করেন।
- শের শাহ সুরি ছিলেন সুরি সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা।
- তিনি বাংলায় আফগান শাসন প্রতিষ্ঠা করেন।

শেরশাহ (শের খান শূর)

মুদ্রা ব্যবস্থা:

- ✓ তিনি 'দাম' নামক মুদ্রার প্রচলন করেন।
- ✓ 'রুপি' নামক মুদ্রা প্রবর্তনের কৃতিত্বও তার।

যোগাযোগ ব্যবস্থা:

- ✓ তিনি 'ঘোড়ার ডাক' ব্যবস্থা চালু করেন।
- ✓ 'গ্রান্ড ট্রাঙ্ক রোড' বা 'সড়ক-ই-আজম' নির্মাণ করেন, যা নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁ থেকে দিল্লি পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

শেরশাহ (শের খান শূর)

ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থা:

- তিনি ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থার সংস্কার করেন।
- 'কবুলিয়াত' ও 'পাট্টা' প্রথার প্রবর্তন করেন।

অন্যান্য:

তিনি ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে 'আফগান দুর্গ' নির্মাণ করেন।

পাট্টা ও কবুলিয়াত প্রথা

শেরশাহ প্রথমে ভূমি জরিপের ব্যবস্থা করেন এবং জমির উৎপাদনের উপর নির্ভর করে রাজস্ব নির্ধারণ করেন। অবস্থা অনুযায়ী উৎপাদিত ফসলের এক-তৃতীয়াংশ রাজস্ব নির্ধারণ করেন। শেরশাহ এ প্রথা অনুযায়ী কৃষকদের কাছ থেকে লিখিত চুক্তিপত্র আদায় করতেন এবং কৃষকরা তাদের দাবি ও দায়িত্ব বর্ণনা করে চুক্তিপত্র সম্পাদন করে দিত। আর এটাই শেরশাহের কবুলিয়াত প্রথা নামে পরিচিত।

আর শেরশাহের পাট্টা প্রথা ছিল মূলত সরকারের কাছ থেকে জমির উপর কৃষকদের স্বত্ব স্বীকার ও দেয় খাজনা নির্দিষ্ট করে যে প্রাপ্তি পত্র দেয়া হতো তাকে পাট্টা বলা হতো।

আকবর

(জালালুদ্দিন)

বাংলায় মোগল শাসন শুরু করেন।

আকবর এর শাসনকাল (১৫৫৬-১৬০৫ খ্রি:)

শাসনকাল:

- **শুরু:** ১৫৫৬ সালে, পানিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধে হিমুকে পরাজিত করার পর।
- **শেষ:** ১৬০৫ সালে।
- **মোট সময়কাল:** ৪৯ বছর।
- বাংলা বিজয় করেন – ১৫৭৬ সালে

প্রধানমন্ত্রী: আবুল ফজল

অর্থমন্ত্রী: টোডরমল

সেনাপ্রধান: মানসিংহ

সাম্রাজ্য বিস্তার:

- আকবরের সময়ে মোগল সাম্রাজ্য তার সর্বোচ্চ বিস্তার লাভ করে।
- সাম্রাজ্যটি ১৫টি সুবা বা প্রদেশে বিভক্ত ছিল।

ধর্ম:

- আকবর 'দ্বীন-ই-ইলাহী' নামক একটি নতুন ধর্ম প্রবর্তন করেন। অনুসারী ১৮-১৯ জন
- তিনি অমুসলমানদের উপর 'জিজিয়া কর' ও 'তীর্থকর' রহিত করেন।

- ‘পহেলা বৈশাখ' রাজস্ব আদায়ের সুবিধার্থে প্রবর্তন করেন।
- 'মনসবদারী' (পদমর্যাদা) প্রথা চালু করেন।
- বাংলা সন এবং বর্ষপঞ্জী চালু করেন।
- 'আইন-ই-আকবরী' রচনা করেন আবুল ফজল।
- 'বুলন্দ দরওয়াজা' এবং 'স্বর্ণমন্দির' নির্মাণ করেন।
- 'তানসেন' (বুলবুল ই হিন্দ) ও 'বীরবল' ছিলেন আকবরের দরবারের নবরত্ন সভার অন্যতম রত্ন।
- সরকারি কাজে ‘ফারসি’ ভাষা চালু করেন – টোডরমল

বাংলায় মোগল শাসন:

- ১৫৭৬ সালে রাজমহলের যুদ্ধে আফগান শাসক দাউদ খান কররানিকে পরাজিত করে বাংলায় মোগল শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়।
- আকবর বাংলা পুরোপুরি অধিকার করতে পারেননি বারো ভূঁইয়াদের কারণে।
- 'সুবেহ বাঙ্গালা' ছিল আকবরের আমলে সমগ্র বাংলার পরিচিতি।

মৃত্যু ও সমাধি:

- আকবর ১৬০৫ সালে মারা যান।
- তার সমাধি ভারতের আগ্রার সেকেন্দ্রায় অবস্থিত।

আইন-ই-আকবরী (আবুল ফজল)

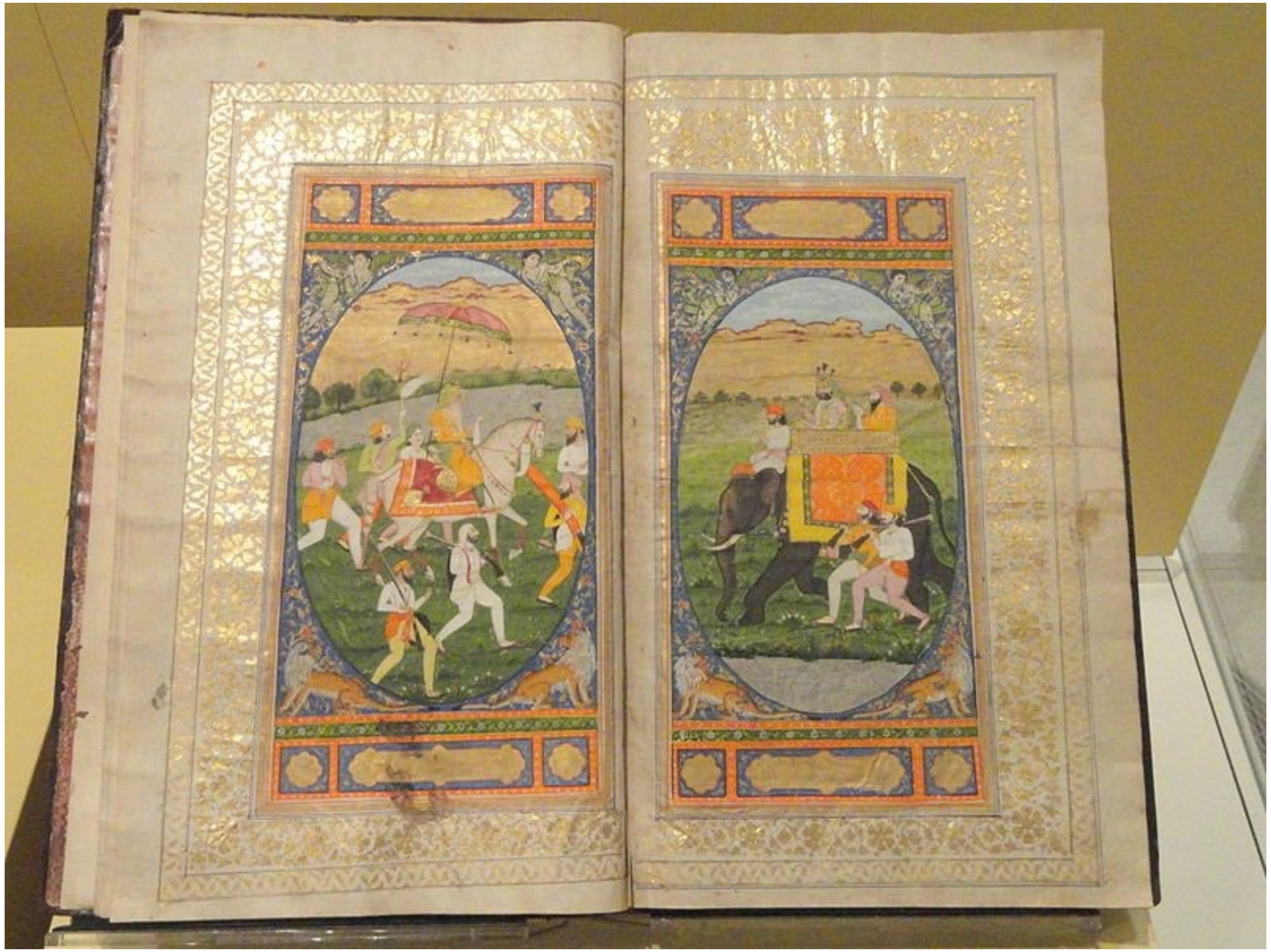

আকবরের আমলে গায়ক ছিলেন: তানসেন (বুলবুল ই হিন্দ)

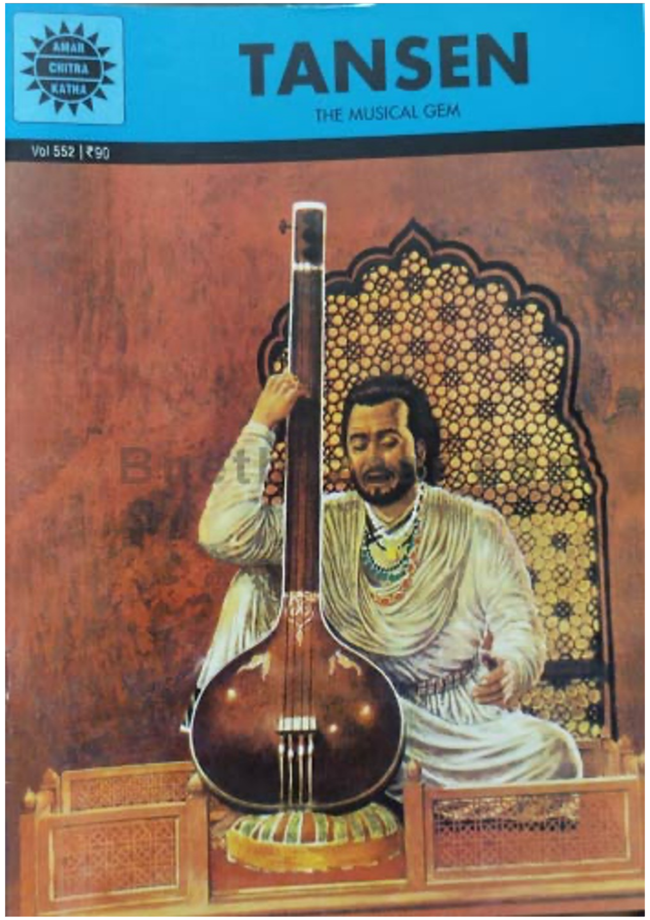

আকবরের আমলে কৌতুককার: বীরবল

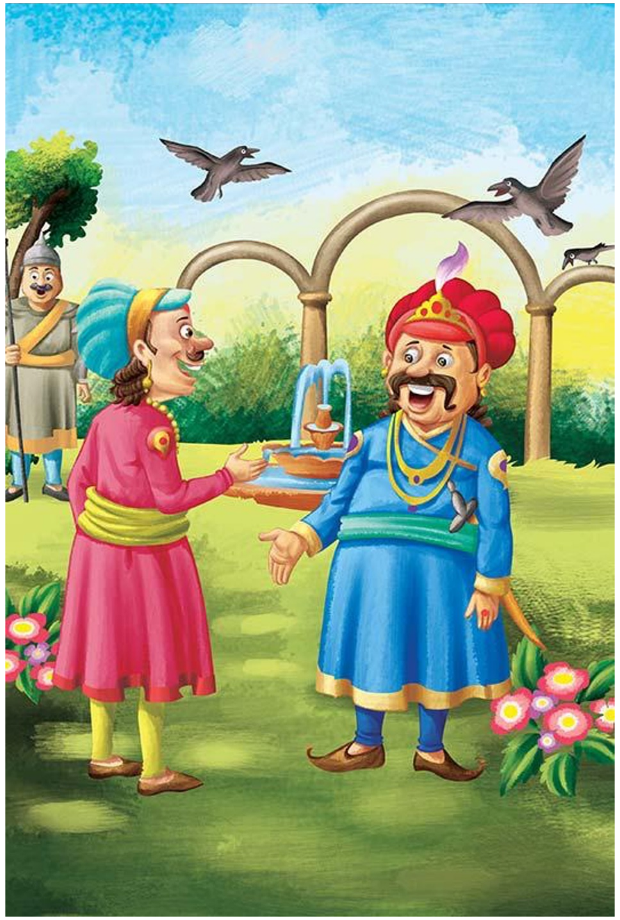

ফতেহপুর সিক্রি'র বুলন্দ দরওয়াজা নির্মাণ করেন সম্রাট আকবর

অমৃতসর স্বর্নমন্দির নির্মিত হয় সম্রাট আকবরের আমলে

সম্রাট আকবরের সমাধি অবস্থিত – সেকেন্দ্রা, আগ্রা, ভারত

Recap

Govt. Tax → Citizen

Tax & receipt →

জাহাঙ্গীর

(ডাকনাম-সেলিম)

শাসনকাল

(১৬০৫-২৭ খ্রিস্টাব্দ)

জাহাঙ্গীর-এর শাসনকাল (১৬০৫-১৬২৭)

- তাঁর নামানুসারে ঢাকার নামকরণ করা হয়েছিল - 'জাহাঙ্গীরনগর'।
- ইংরেজরা ভারতবর্ষে আগমন করে সম্রাট জাহাঙ্গীরের আমলে।
- ইংরেজদের বাণিজ্য কুঠির নির্মাণের অনুমতি দেন – জাহাঙ্গীর।
- তাঁর প্রেরিত **সুবাদার ইসলাম খান** ১৬১০ সালে ঢাকাকে প্রথম রাজধানী করে।
- **বারো ভূঁইয়াদের পতন ঘটান** এবং ১৬১২ সালে সমগ্র বাংলা মোগলদের শাসনে আনয়ন করেন।
- আগ্রার দূর্গ নির্মাণ করেন।

ঢাকার পুরাতন নাম

জাহাঙ্গীর

- আবওয়াব কর চালু করেন।
- তাঁর আমলেই ইসলাম খান কর্তৃক বারোভূঁইয়াদের দমন করা হয়। বাংলা অধিকারের জন্য সুবেদার হিসেবে ইসলাম খানকে প্রেরণ করেন এবং ইসলাম খান কর্তৃক বাংলার রাজধানী রাজমহল থেকে ঢাকায় স্থানান্তর (১৬১০) করা হয় এবং ঢাকার নামকরণ করা হয় জাহাঙ্গীরনগর। ১৬১২ সালে সমগ্র বাংলা মোগলদের শাসনে আনয়ন করেন।

আবওয়াব কর

নির্ধারিত বা বৈধ করের অতিরিক্ত কর বা খাজনা।

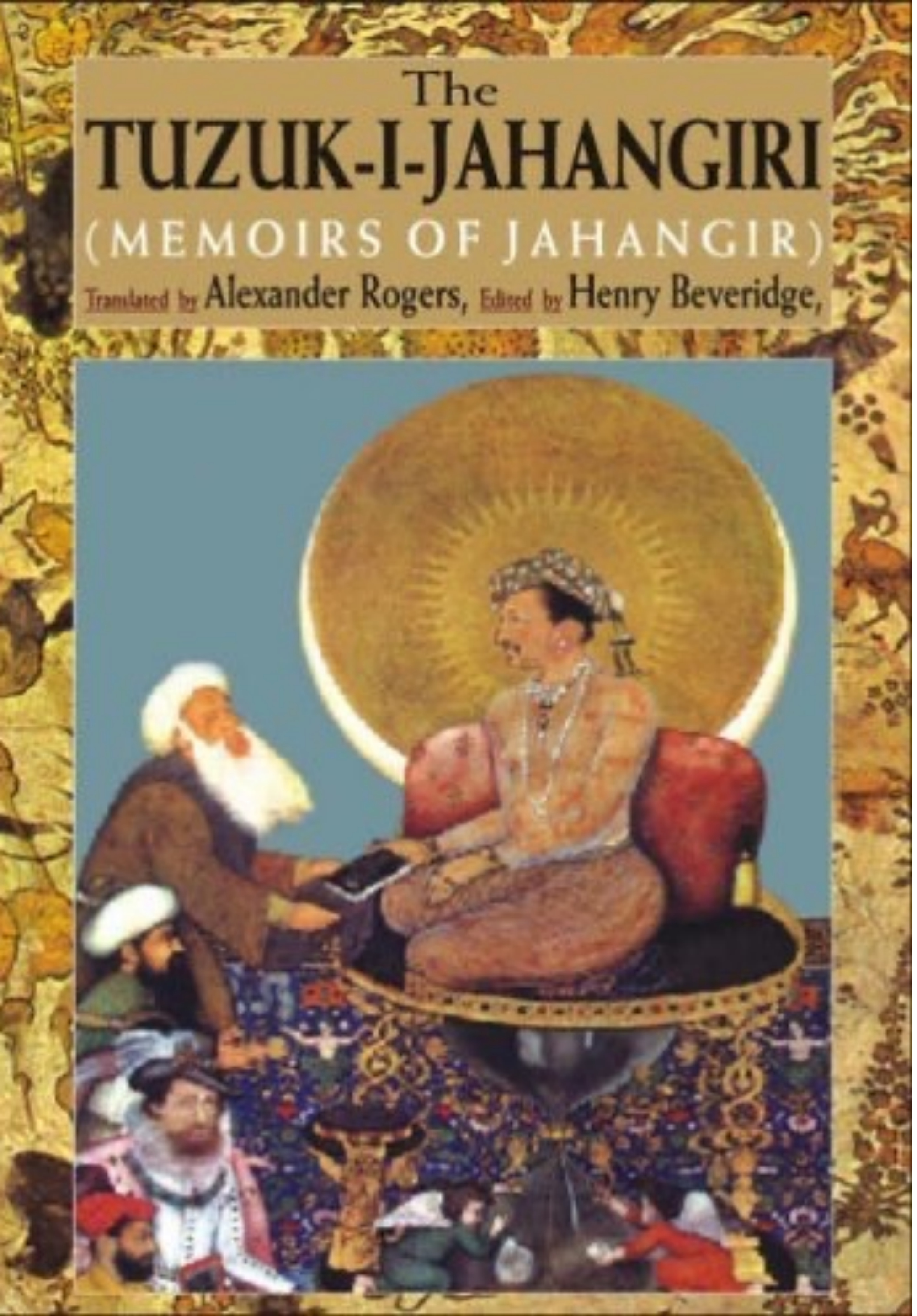

জাহাঙ্গীরের

আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ

'তুজক-ই-জাহাঙ্গীর।

শাহজাহান (পুরোনাম– শাহবুদ্দিন মুহাম্মদ খুররাম)

- Prince of Builders
- আগ্রায় তাজমহল
- ময়ূর সিংহাসন
- দিল্লির লালকেল্লা , মোতি মসজিদ নির্মাণ করেন।

শাহজাহানের স্থাপত্য

- তাজমহল
- ময়ূর সিংহাসন
- দিল্লি জামে মসজিদ
- দিল্লির লালকেল্লা
- সালিমার উদ্যান
- খাসমহল
- শীষমহল

শাহজাহান-এর শাসনকাল (১৬২৭-১৬৫৮)

- সম্রাট শাহজাহান তাজমহল নির্মাণ করেন যার স্থপতি - ওস্তাদ ঈসা খাঁ।
- তাজমহল কোন নদীর তীরে অবস্থিত - যমুনা নদী।
- শাহজাহান ময়ূর সিংহাসনের নির্মাতা। (লুন্ঠন করে পারস্যের সম্রাট নাদিরশাহ)
- শাহজাহান লাল কেল্লা নির্মাণ করেন (ভারতের দিল্লীতে)।
- শাহজাহানের অনুমতিক্রমে ইংরেজরা হরিহরপুরে বাংলার ১ম বাণিজ্য কুঠি স্থাপন করে।

আওরঙ্গজেব

উপাধি – আলমগীর শাহ গাজী।

ডাক নাম ছিল- আলমগীর

আওরঙ্গজেব

- জিন্দাপীর বলা হয় বাদশাহ আলমগীর কে।
- তিনি অত্যন্ত দ্বীনদার ও ধার্মিক ছিলেন।
- কুচবিহারের নামকরণ করেন— আলমগীরনগর
- পুনঃস্থাপন করেন জিজিয়া কর।
- আওরঙ্গজেবের নির্দেশে প্রণীত হয়- "ফতোয়া-ই-আলমগীরী" নামে একটি আইন গ্রন্থ।

২য় বাহাদুর শাহ

সর্বশেষ মোগল শাসক

তাঁকে নির্বাসিত করা হয়

রেঙ্গুনে (ইয়াঙ্গুন)।

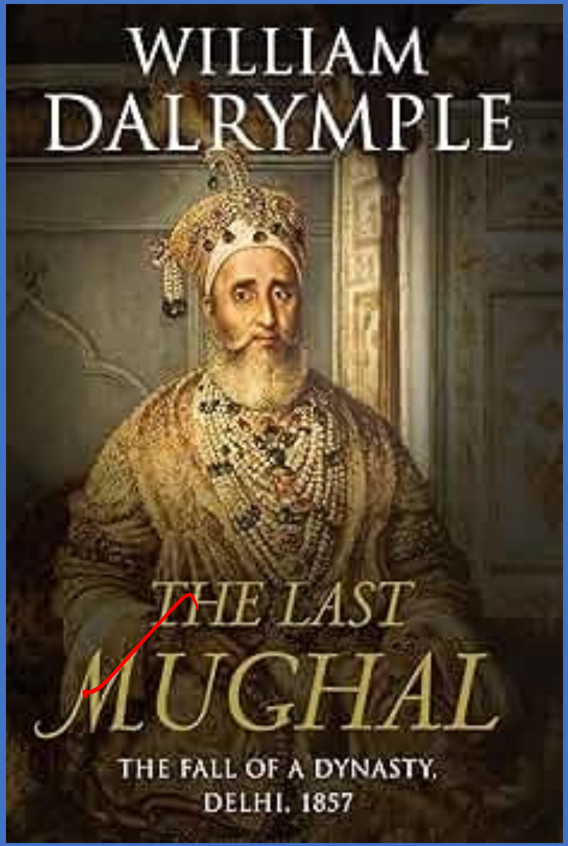
WILLIAM
DALRYMPLE
THE LAST
MUGHAL
THE FALL OF A DYNASTY,
DELHI, 1857

rekhta

kitnā hai bad-nasīb 'zafar' dafn ke liye

do gaz zamīn bhī na milī kū-e-yār meñ

Bahadur Shah Zafar

বারো ভূঁইয়া

- বাংলার বড় জমিদাররা মোগলদের অধীনতা মেনে নেননি।
- মোগলদের বিরুদ্ধে একজোট হয়ে অবস্থান নেন।
- এরাই বার ভুঁইয়া।
- বার ভূঁইয়া বলতে বোঝায় – অনির্দিষ্ট সংখ্যক বড় বড় স্বাধীন জমিদারকে

বাংলার বার ভূঁইয়া

- বার ভূঁইয়াদের আবির্ভাব ঘটে – মোগল সম্রাট আকবরের সময়ে।
- বার ভূঁইয়াদের প্রধান ছিলেন – ঈশা খাঁ, 'মসনদ-ই-আলা' উপাধি ধারণ করেন। তিনি বাংলার রাজধানী সোনারগাঁও এর পত্তন করেন।
- ঈশা খাঁর মৃত্যুর (১৫৯৯ সাল) পর বারভূঁইয়াদের নেতৃত্ব দেন –ঈশা খাঁর পুত্র মুসা খান

কয়েকজন প্রসিদ্ধ বারোভূঁইয়া

- চাঁদগাজী
- জুনা গাজী
- চাঁদ রায়
- কেদার রায়
- প্রতাপ আদিত্য
- কংস নারায়ন

Recap

সুবা বাংলা

- মোগল প্রদেশগুলো সুবা নামে পরিচিত ছিল
- সুবার দায়িত্ব প্রাপ্তদের বলা হত সুবাদার
- ইসলাম খান ১৬১০ সালে সর্বপ্রথম ঢাকাকে রাজধানী করেন এবং নাম রাখেন 'জাহাঙ্গীরনগর'।

সুবাদার

সময়কাল	রাজধানী	স্থানান্তরকারী
১৬১০ সালের আগে	রাজমহল (বিহার)	মানসিংহ
১৬১০ থেকে ১৬৩৯ পর্যন্ত	ঢাকা	ইসলাম খান
১৬৩৯ থেকে ১৬৬০ পর্যন্ত	রাজমহল (বিহার)	শাহ্ সুজা
১৬৬০ থেকে ১৭১৭ পর্যন্ত	ঢাকা	মীর জুমলা
১৭১৭ থেকে ১৭৬০ পর্যন্ত	মুর্শিদাবাদ	মুর্শিদ কুলি খান
১৭৬০ থেকে ১৭৬৩ পর্যন্ত	মুঙ্গের	মীর কাসিম
১৭৬৩ থেকে ১৭৭২ পর্যন্ত	মুর্শিদাবাদ	মীর জাফর
১৭৭২ থেকে ১৯০৫ পর্যন্ত	কলকাতা	ওয়ারেন হেস্টিংস

সুবেদারী শাসন

ইসলাম খান: ১৬০৮-১৬১৩

- জাহাঙ্গীরের আমলে বাংলার সুবেদার ছিলেন - ইসলাম খান।
- তিনি বাংলায় নিযুক্ত প্রথম সুবেদার
- ১৬১০ সালে ঢাকাকে সর্বপ্রথম রাজধানীর মর্যাদা দেন।

বারো ভূঁইয়াদের দমন করেন।

ঢাকার নাম রাখেন জাহাঙ্গীরনগর।

ধোলাই খাল (বুড়িগঙ্গার পূর্বনাম) খনন করেন।

নৌকা বাইচের প্রচলন করেন।

সুবাদার শাহ সুজা

(শাহজাহানের ২য় ছেলে)

- বড় কাটরা নির্মাণ করেন।
- তাঁর আমলে মীর মুরাদ **'হোসেনী দালান'** নির্মাণ করেন।

বড় কাটরা (শাহ সুজা)

- বড় কাটরা ঢাকায় অবস্থিত মুঘল আমলের নিদর্শন। সম্রাট শাহজাহানের পুত্র শাহ সুজার নির্দেশে ১৬৪১ সালে বুড়িগঙ্গা নদীর তীরে এই ইমারতটি নির্মাণ করা হয়।

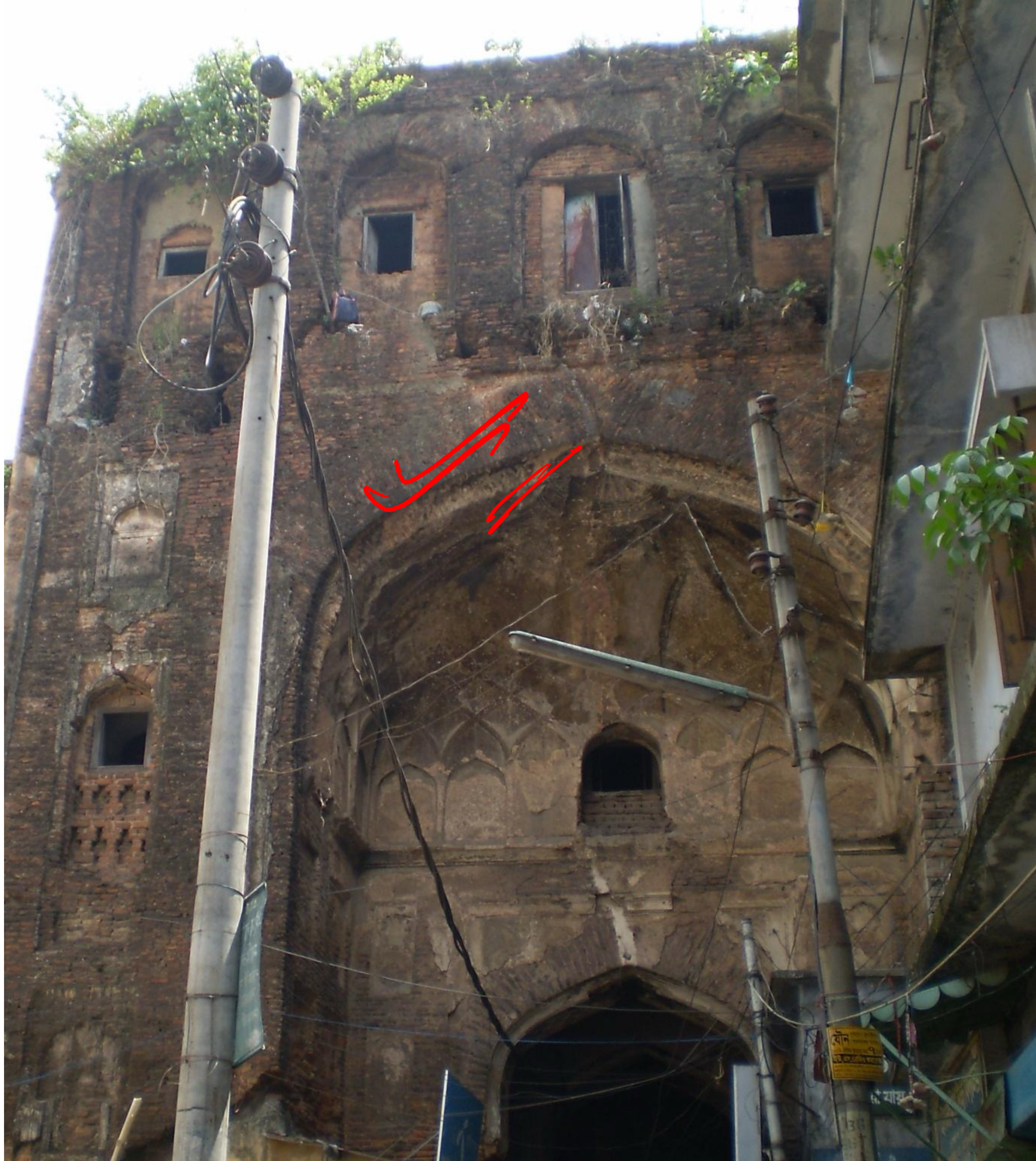

ছোট কাটরা

(শায়েস্তা খান)

মীর জুমলা: ১৬৬০ - ১৬৬৩

- মোগল সম্রাট আওরঙ্গজেবের প্রতিনিধি ছিলেন - মীর জুমলা।
- তিনি ঢাকা গেইট নির্মাণ করেন, মুন্সিগঞ্জের ইদ্রাকপুর দুর্গ নির্মাণ করেন।
- মীর জুমলা ঢাকায় গড়ে তোলেন এক নয়নাভিরাম বাগান বাগ-ই-বাদশাহী যেটির ব্রিটিশ আমলে নাম দেয়া হয় রেসকোর্স ময়দান। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে সেই বাগানের নাম দাঁড়ায় 'সোহরাওয়ার্দী উদ্যান'।

মীর জুমলা: ১৬৬০ - ১৬৬৩

- ১৬৬০ সালে বাংলার রাজধানী রাজমহল হতে ঢাকায় স্থানান্তর করেন।
- সর্বপ্রথম আসাম ও কুচবিহার রাজ্য মুঘল সাম্রাজ্যভুক্ত করেন।
- আসাম যুদ্ধে ব্যবহৃত 'বিবি মরিয়ম' কামান সংরক্ষিত আছে – ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় অবস্থিত ঢাকা গেইট এর পাশে।

ঢাকা গেট (সুবাদার মির জুমলা)

শায়েস্তা খান: ১৬৬৪ - ১৬৮৮

- মীর জুমলার মৃত্যুর পর সম্রাট আওরঙ্গজেবের আমলে বাংলার সুবাদার ছিলেন শায়েস্তা খান।
- তার শাসনকালে বাংলায় শান্তি ও সমৃদ্ধির এক সুবর্ণ যুগের সূচনা হয়েছিল।

শায়েস্তা খান

কৃতিত্ব:

- চট্টগ্রাম থেকে পর্তুগীজ ও মগ জলদস্যুদের বিতাড়ন করেন এবং চট্টগ্রামের নামকরণ করেন ইসলামাবাদ।
- তার সময়ে টাকায় ৮ মণ চাল পাওয়া যেত।
- লালবাগ কেল্লার (আদি নাম – আওরঙ্গবাদ দূর্গ) বেশিরভাগ নির্মাণকাজ সম্পন্ন করেন।
- ছোট কাটরা, চক মসজিদ, সাতগম্বুজ মসজিদ প্রভৃতি স্থাপত্য নির্মাণ করেন।
- লালবাগ কেল্লায় তার কন্যা পরিবিবির (ইরান দুখত) সমাধি অবস্থিত।

স্থাপত্য

- ছোট কাটরা
- লালবাগ কেল্লা
- চক মসজিদ
- সাতগম্বুজ মসজিদ

লালবাগ কেল্লা

বাংলায় উল্লেখযোগ্য মোগল স্থাপত্য

- লালবাগের কেল্লা (শায়েস্তা খান)
- সাত গম্বুজ মসজিদ (শায়েস্তা খান)
- ছোট কাটরা (শায়েস্তা খান)
- চক মসজিদ (শায়েস্তা খান)
- বড় কাটরা (শাহ সুজা)
- ঢাকা গেইট (মীর জুমলা)

নবাবী শাসন

- দিল্লীর সম্রাটদের পারিবারিক দ্বন্দ্বের সুযোগে বাংলায় নিযুক্ত সুবাদার মুর্শিদকুলি খান স্বাধীনচেতা আচরণ শুরু করেন এবং একসময় নিজেকে নবাব বলে ঘোষণা করেন। এভাবে বাংলায় মোগলদের প্রভাব কমে যায় এবং স্বাধীন নবাবী শাসনের সূত্রপাত হয়।

মুর্শিদ কুলি খান

- মুর্শিদ কুলি খান ছিলেন বাংলার প্রথম নবাব।
- তিনি রাজধানী ঢাকা হতে মকসুদাবাদ (মুর্শিদাবাদ) এ স্থানান্তর করেন।

- মুর্শিদ কুলি খান, রাজা টোডরমল ও শাহ সুজার ভূমিরাজস্ব বন্দোবস্ত পদ্ধতির সংস্কার করেন এবং **‘মাল জামিনী’** নামক রাজস্ব ব্যবস্থা চালু করেন।

মাল জামিনী

- মাল জামিনী ফার্সি শব্দ। 'মাল' ও 'জামিন' হতে উদ্ভূত। 'মাল' শব্দের অর্থ যে কোন ধরনের সম্পত্তি যা বাংলার রাজস্ব ব্যবস্থায় বিশেষত ভূমি রাজস্বকে বোঝায় এবং 'জামিন' বলতে রাজস্ব বা ঋণ পরিশোধের নিশ্চয়তা প্রদানকারী বা জামিনদারকে বোঝায়। অতএব মাল-জামিনী বলতে রাজস্ব পরিশোধের নিশ্চয়তা প্রদান এর ব্যবস্থা বা জামিনদারি ব্যবস্থাকে বোঝায়। আঠারো শতকে মুর্শিদকুলী খানের রাজস্ব ব্যবস্থা সংক্রান্ত কার্যক্রমে এ শব্দটির প্রয়োগ হয়।

করতলব খাঁন মসজিদ

(মুর্শিদ কুলি খান)

ঢাকার বেগমবাজার

নবাব আলীবর্দী খান

প্রকৃত নাম - মির্জা মুহম্মদ আলি

বর্গী নামে পরিচিত মারাঠা দস্যুদের বিতাড়িত করেন।

নবাব সিরাজুদ্দৌলা: ১৭৫৬-১৭৫৭

- নবাব আলীবর্দী খান তাঁর মৃত্যুর পূর্বে দৌহিত্র সিরাজউদ্দৌলাকে বাংলার নবাব হিসেবে মনোনীত করেন।
- **সিরাজুদ্দৌলা বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব**
- পিতা: জৈনুদ্দিন। মাতা: আমেনা বেগম
- ২৩ বছর বয়সে ক্ষমতায় আরোহন করেন। (মতান্তরে ২২ বছর)

- ১৭৫৬ সালে ফোর্ট উইলিয়াম দখল করে কলকাতার নাম দেন ‘আলীনগর’ এবং ইংরেজদের কাশিমবাজার দূর্গ দখল করেন।

অন্ধকূপ হত্যা কাহিনী তৈরি করেন - হলওয়েল

পলাশীর যুদ্ধ

- তারিখ: ২৩ জুন, ১৭৫৭
- স্থান: ভাগীরথী নদীর তীর, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত
- পক্ষসমূহ: ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ও বাংলার নবাব সিরাজউদ্দৌলা

- সিরাজউদ্দৌলাকে সমর্থন করে: ফরাসি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি
- প্রধান সেনাপতি: ব্রিটিশদের পক্ষে রবার্ট ক্লাইভ ও বাংলার পক্ষে মোহন লাল
- বাংলার সেনাবাহিনীর ভ্যানগার্ড ছিলেন: মীর মদন
- বাংলার পক্ষে যুদ্ধ করা ফরাসি সেনাপতি: সিন ফ্রে

- সিরাজউদ্দৌলার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করা সেনাসদস্য: মীর জাফর (অশ্বারোহী), রায় দুর্লভ, ইয়ার লতিফ খান।
- সিরাজের পক্ষে লড়ে যাওয়া সেনা সদস্য: মীর মদন, মোহন লাল
- যুদ্ধের কারণ: নবাবকে কোম্পানির কর না দেয়া, কোম্পানি কর্তৃক দস্তকের অপব্যবহার, আলীবর্দী খানের সাথে ইংরেজদের চুক্তিভঙ্গ।

নবাব সিরাজউদ্দৌলা

২৩ শে জুন ১৭৫৭ সালে ইংরেজদের কাছে পলাশীর যুদ্ধে পরাজিত হন।

নবাবের হত্যাকারী:

মীর জাফরের পুত্র মীরানের নির্দেশে ভগবানগোলা নামক স্থানে **মোহাম্মদী বেগ** নবাবকে হত্যা করেন।

মীর কাসিম

(১৭৬০-১৭৬৩)

- মীর জাফরের জামাতা
- বক্সারের যুদ্ধে ইংরেজদের বিরুদ্ধে সেনাপতির দায়িত্ব পালন করেন।

বক্সারের যুদ্ধ (১৭৬৪):
বাংলার সার্বভৌমত্ব রক্ষার শেষ চেষ্টা

- জোট: মীর কাসিম (বাংলা), নবাব সুজাউদ্দৌলা (অযোধ্যা),
  সম্রাট শাহ আলম (দিল্লি)
- বিরোধী পক্ষ: মেজর মনরো (ইংল্যান্ড)

একনজরে নবাবগণ

- বাংলার প্রথম স্বাধীন নবাব: মুর্শিদ কুলি খান
- বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব: নবাব সিরাজউদ্দৌলা
- বাংলার শেষ নবাব: নিজাম উদ্দৌলা
- বাংলার স্বাধীনচেতা নবাব: মীর কাশিম

Recap

বাংলায় ইউরোপীয়দের আগমন

ইউরোপ থেকে পূর্বদিকে আসার জলপথ

পর্তুগিজ নাবিক বার্থোলোমিউ দিয়াজ ১৪৮৭ সালে ভারত উপমহাদেশের সন্ধানে আফ্রিকার উত্তমাশা অন্তরীপ হয়ে ইউরোপ থেকে পূর্বদিকে আসার জলপথ আবিষ্কার করেন।

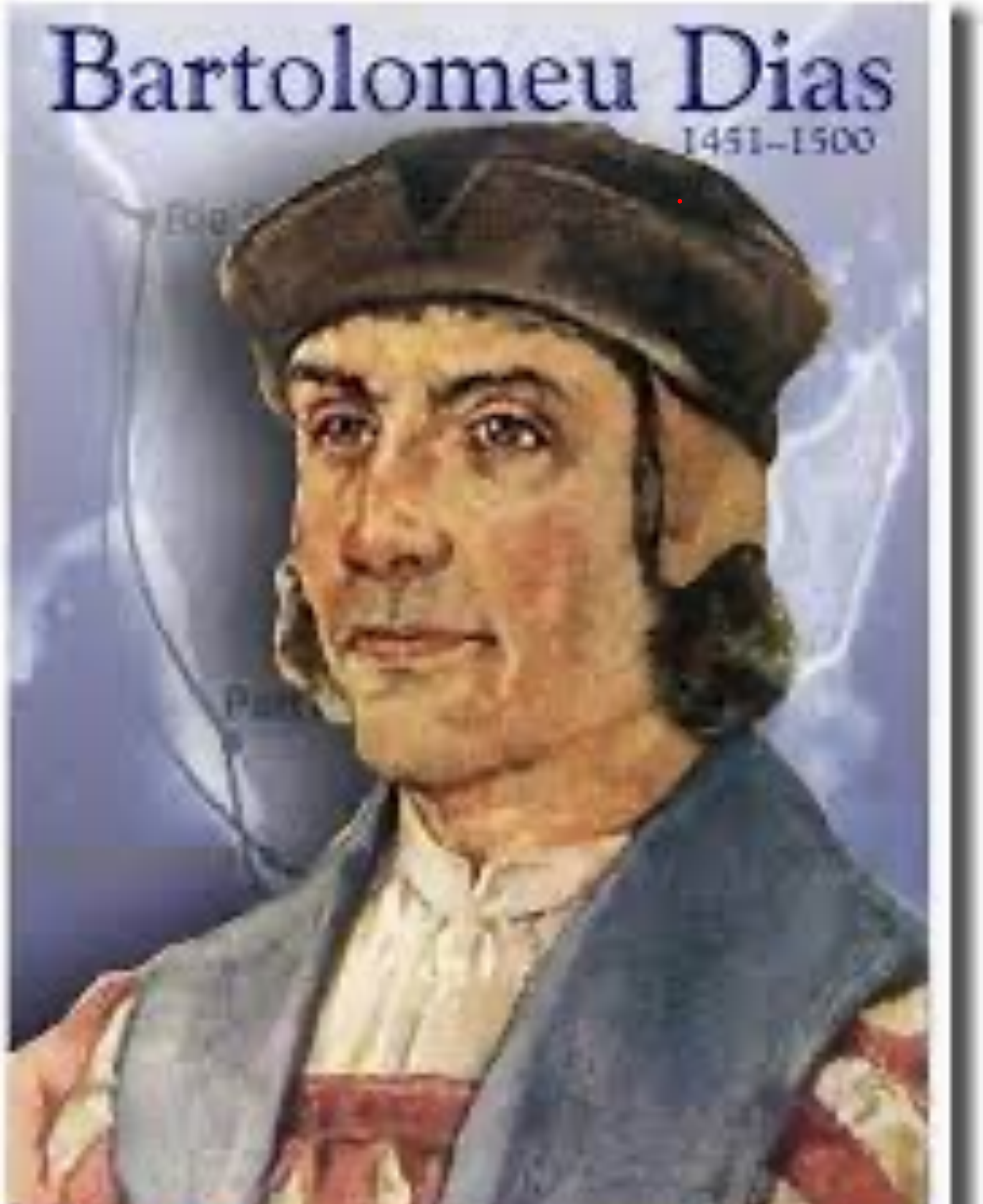

১৪৯২ সালে "আমেরিকা" আবিষ্কার করেন- ইতালির নাবিক কলম্বাস।

ইউরোপ থেকে ভারতে আসার জলপথ আবিষ্কার

ভাস্কোদাগামা ১৪৯৮ সালে সফলভাবে ভারতবর্ষের কালিকট বন্দরে আসেন এবং ইউরোপ থেকে ভারতে আসার জলপথ আবিষ্কার করেন।

ইউরোপীয়দের ভারত ও বাংলায় আগমন

আগমনকারী	উপমহাদেশে আগমন	বাংলায় আগমন
পর্তুগিজ (ফিরিঙ্গি)	১৪৯৮ (কালিকট)	১৫১৬
ইংরেজ	১৬০০ (আকবরের দরবারে)	১৬০০
ডাচ (ওলন্দাজ)	১৬০২	১৬৩০
ড্যানিশ (দিনেমার)	১৬২০	১৬৭৬
ফরাসি	১৬৬৮	১৬৭৪

কুঠি

Business place

- পর্তুগিজদের ভারতে প্রথম কুঠি: কোচিন
- পর্তুগিজদের বাংলায় প্রথম কুঠি: হুগলী
- ইংরেজদের ভারতে প্রথম কুঠি: সুরাট
- ইংরেজদের বাংলায় প্রথম কুঠি: হরিহরপুর (১৬৩৩ সালে)

কুঠি

- ফরাসিদের ভারতে প্রথম কুঠি: সুরাট
- ফরাসিদের বাংলায় প্রথম কুঠি: চন্দননগর

ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী

- প্রতিষ্ঠা: ১৬০০ সালে
- প্রতিষ্ঠাতা: ২১৮ জন বণিক
- ভারতে প্রতিষ্ঠা: ১৬০৮
- বাংলায়: ১৬৩৩
- সমাপ্তি ঘটে: ১৮৫৭

হকিন্স এবং টমাস রো

- ক্যাপ্টেন হকিন্স ইংল্যান্ডের রাজা প্রথম জেমসের সুপারিশপত্র নিয়ে বাণিজ্য কুঠি স্থাপনের উদ্দেশ্যে সম্রাট জাহাঙ্গীরের দরবারে আসেন– ১৬০৮ সালে।
- প্রথম ব্রিটিশ দূত হিসেবে সম্রাট জাহাঙ্গীরের দরবারে– স্যার টমাস রো।

Foreign cadre

Hawkins Presenting King James's Letter to the Great Mughal, 1608

- ক্যাপ্টেন হকিন্সের আবেদনক্রমে ১৬০৮ সালে সুরাটে প্রথম বাণিজ্য কুঠি নির্মাণের অনুমতি দেন— সম্রাট জাহাঙ্গীর। (সুরাটে বাণিজ্য কুঠি স্থাপিত হয় ১৬১২ সালে)
- ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ১৬৩৩ সালে হরিহরপুরে বাংলায় প্রথম কুঠি স্থাপন করেন- সম্রাট শাহজাহানের সময়।

- ১৬৯০ সালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির এজেন্ট জব চার্নক ১২০০ টাকার বিনিময়ে কোলকাতা, সুতানটি ও গোবিন্দপুর গ্রামের জমিদারি স্বত্ব লাভ করেন। পরবর্তীতে গ্রাম তিনটিকে কেন্দ্র করেই কোলকাতা নগরীর জন্ম হয়।
- ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসন কেন্দ্র ছিল- কোলকাতা ।

“কোলকাতা” নগরীর প্রতিষ্ঠাতা– জব চার্ণক (১৬৯০ সাল)

- বিনাশূল্কে বাণিজ্যের জন্য ফরমান জারি করেন (বাংলা, বোম্বাই, মাদ্রাজে): সম্রাট ফররুখশিয়ার (১৭১৭)
- ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বাংলায় শাসন ক্ষমতা নেয়- ১৭৫৭ সালে।
- এলাহাবাদ চুক্তির মাধ্যমে বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার দেওয়ানী (খাজনা ও কর আদায়) লাভ করে- ১৭৬৫ সালে (মুঘল সম্রাট দ্বিতীয় শাহ আলমের কাছ থেকে)

- দিল্লির অধিকার ইংরেজদের দখলে দিয়ে দেন: সম্রাট দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ (১৮৫৭)
- কোম্পানির শাসনের অবসান/ সমাপ্তি ঘটে— ১৮৫৮ সালে। কোম্পানির শাসন ছিল- ১০০ বছর (১৭৫৭-১৮৫৮ সাল পর্যন্ত)

'ইউরোপীয় বণিকদের আগমন' নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য

- হল্যান্ড (বর্তমান নেদারল্যান্ড)-এর অধিবাসীদের ডাচ বা ওলন্দাজ বলা হয়।
- দিনেমার বণিকেরা ছিল - ডেনমার্কের অধিবাসী।
- ফিরিঙ্গি শব্দটি এসেছে ফরাসি শব্দ থেকে।
- পর্তুগিজদের অধীনে চট্টগ্রামের সমৃদ্ধি ঘটে এবং একটি বাণিজ্য কেন্দ্রে পরিণত হয় পরিচিতি পায়- পোর্টো গ্রান্ডে বা বিশাল বন্দর নামে।

'ইউরোপীয় বণিকদের আগমন' নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য

- ১৫৩৮ সালে চট্টগ্রাম থেকে পর্তুগিজদের বিতাড়িত করেন- শের শাহ।
- মগ এবং পর্তুগিজ জলদস্যুদের একসাথে বলা হতো – হার্মাদ।
- ১৬৬৬ সালে মগ ও পর্তুগিজ জলদস্যুদের চট্টগ্রাম থেকে বিতাড়িত করেন- শায়েস্তা খান।

Thank You